আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী
(বুদ্ধ পূর্ণিমা — ইং ২০১২)

১) ষট্‌চক্রাদি কোন নাড়ীর মধ্যে কোন নাড়ীকে কেন্দ্র করে অবস্থান করে?

উ :— মূলাধার চক্রের কেন্দ্রস্থলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রা নাড়ী, তন্মধ্যে চিত্রা নাড়ী রয়েছে; এই চিত্রা নাড়ীকে অবলম্বন করে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই পঞ্চ চক্র অবস্থান করে; আর ব্রহ্মনাড়ী সূত্রের আকারে ষট্‌চক্রাদিকে গ্রথিত করে রেখেছে অর্থাৎ ষট্‌চক্রের মূল কেন্দ্রে ব্রহ্মনাড়ী রয়েছে।

২) আমাদের আত্মসত্তার গুণত্রয় কি কি? গুণত্রয় কোথা হতে সমুদ্ভুত?

উ :— আত্মসত্তার গুণত্রয় — সত্ত্ব , রজ ও তম।

আত্মসত্তার গুণত্রয় পুরুষ অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব হইতে সমুদ্ভুত হয়। গুণত্রয় অনাত্ম বস্তু, তাহাদের কোন সত্তা নাই; আত্মার অস্তিত্ব বোধময় সত্তা ধার করিয়াই গুণত্রয়ের সত্তা প্রতীতি গোচর হয়।

৩) সুষুম্নার বর্ণ ও সুষুম্নার মধ্যে নাড়ীগুলির বর্ণাদি কিরূপ?

উ :— সুষুম্নার বর্ণ নীল। সুষুম্নার মধ্যে বজ্রানাড়ীর বর্ণ হাল্কা বেগুনী এবং চিন্ময়ী হলে পরে সাদা বিদ্যুতের মত। চিত্রা নাড়ীতে চিত্র বৈচিত্র্য আকৃতি দেখতে পাওয়া যায় নানা বর্ণের।

ব্রহ্ম নাড়ী — পারদ বিন্দুর মত উজ্জ্বল শুভ্র।

৪) স্বয়ম্ভু, বাণ এবং ইতর লিঙ্গ দেহাভ্যন্তরস্থ চক্রের কোন কোন স্থানে অবস্থিত? এবং উহাদের বর্ণ কি কি?

উ :— স্বয়ম্ভু লিঙ্গ — মূলাধারে; বাণ লিঙ্গ—অনাহতে এবং ইতর লিঙ্গ আজ্ঞা পদ্মের উপরিভাগে অবস্থিত।

স্বয়ম্ভু লিঙ্গ — উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ। বাণ লিঙ্গ — অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ। ইতর লিঙ্গ — অতুজ্জল শ্বেত বর্ণ।

৫) নিরালম্বপুরীর স্থান কোথায়?

উ :— আজ্ঞাপদ্মের উপরিভাগের আকাশ মণ্ডলে নিরালম্বপুরী অবস্থিত।

৬) কূটস্থের আর এক নাম কি? ওই নামের তাৎপর্য্য কি?

উ :— কূটস্থের আরেক নাম 'বিশ্বযোনি' ।

কূটস্থ মধ্যেই বিশ্বাকাশে বিশ্বের উদ্ভব হয়েছে। তাই কূটস্থকে 'বিশ্বযোনি' বলা হয়। এই কূটস্থ মধ্যেই যোগীসাধকের বিশ্বরূপ দর্শন হয়।

৭) তালব্য ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? ইহার দ্বারা যে গ্রন্থিটি ভেদ হয়, তা হলে যোগীর কি লাভ হয়?

উ :— তালব্য ক্রিয়ার দ্বারা জিহ্বা গ্রন্থি ভেদ হয়। জিহ্বা গ্রন্থিভেদ হলে যোগী ক্রমশঃ খেচরী মুদ্রাকে রপ্ত করতে সক্ষম হন। খেচরী মুদ্রা সাধনে দেহাভ্যন্তরস্থ নাড়ীগুলিতে অমৃতের সঞ্চার হওয়া সম্ভব। যার ফলে নাড়ীগুলি তখন চিন্ময় হয়ে ওঠে এবং সকল নাড়ীতে প্রাণের সঞ্চারে যোগীর সমগ্র দেহকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল দীপ্তবর্ণ দেখতে পাওয়া যায় এবং অন্তরে যোগী নিরন্তর 'অনুভব' পদ লাভ করেন কারণ, শ্বাস তখন অন্তর্মুখীন হয়ে সর্বদাই সুষুম্নায় অবস্থান করে।

৮) কূটস্থের গগন মণ্ডলে আলো-অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ বক্ষে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপ তারকা মণ্ডল দেখতে পাওয়া যায়। এ অবস্থা কখন হয়?

উ :— দেহাভ্যন্তরস্থ সমগ্র নাড়ীগুলি প্রাণায়ামের ফলে শুদ্ধ হয়ে এলে তখন সব নাড়ীতেই প্রাণের স্থিতি সদাই বিরাজ করে যার ফলে কূটস্থের গগন মণ্ডলে যোগী নক্ষত্ররূপ তারকা মণ্ডল দর্শন করেন।

৯) হৃদয়ে প্রাণের স্থির অবস্থাকে কি বলে? ওই অবস্থায় যোগীর কি অনুভূতি হয়?

উ :— হৃদয়ে প্রাণের স্থির অবস্থাকে 'কেবল' অবস্থা বলে। ওই অবস্থায় যোগী শ্বাস নিতেও পারেন না, ফেলতেও পারেন না, শ্বাসের গতি তখন স্বাভাবিক বোধে রোধ হয়ে যোগীকে স্থির অবস্থা অনুভব করায়।

১০) কোন কোন নাড়ীগুলিকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিত করা হয়?

উ :— গঙ্গা—ইড়া; যমুনা—পিঙ্গলা এবং সরস্বতী—সুষুম্না।

১১) দেহাভ্যন্তরস্থ অসংখ্য ত্রিবেণীর মধ্যে মূল ত্রিবেণী কটি এবং কি কি? ইহারা কোথায় আছে?

উ :— দেহাভ্যন্তরস্থ মূল ত্রিবেণী দুটি। নীচে মূলাধারে 'যুক্ত ত্রিবেণী' আর উপরে আজ্ঞাচক্রে 'মুক্ত ত্রিবেণী' অবস্থিত।

১২) "মহামুদ্রার" বিশিষ্ট তাৎপর্য্য কি ?

উ :— (১)—কুণ্ডলিনীর জাগরণ হয় এবং সুষুম্না পথে আরোহণ হয়। (২)—মহামুদ্রার মধ্যে একাধিক মুদ্রার সন্নিবেশ রয়েছে। যেমন-গুপ্ত-বীরাসন, জানুশিরাসন ও পশ্চিমোত্তাসন; অন্যদিকে- জালন্ধর বন্ধ, মূলবন্ধ, উড্ডীয়ান বন্ধ। ওইগুলি একই সঙ্গে সুচারুরূপে সাধিত হয় বলে 'মহামুদ্রা'র বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে।